দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 23 OCT 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ভার্সিটিতে জালিয়াত চক্র বেপরোয়া

■ মাহবুব রনি

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে জালিয়াতচক্র বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। প্রশ্ন ফাঁস ও জালিয়াতি ঠেকাতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করলেও তারচেয়েও অভিনব এবং আধুনিকতর কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করছে অপরাধীরা। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের একটি অংশ জড়িয়ে পড়ছেন এ অপরাধচক্রের সাথে। সাম্প্রতিক সময় কড়াকড়ির কারণে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস করতে ব্যর্থ হয়ে অভিনব পদ্ধতি গ্রহণ করছে জালিয়াতির সাথে সংশ্লিষ্টরা। পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন, ইলেক্ট্রনিক রিসিভার কিংবা অন্য মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর কাছে উত্তর পৌঁছে দিচ্ছে তারা। পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের একটি অংশকে মোটা অংকের টাকা ঘুষ দিয়ে তারা পরীক্ষার্থীর কাছে উত্তর পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করছে। এভাবে জালিয়াতচক্র একদিকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের কাছ থেকে, অন্যদিকে মেধাবীদের হটিয়ে স্থান দখল করে নিচ্ছে মেধাহীন এবং অপরাধপ্রবণ ছাত্র-ছাত্রীরা। এমনকি জালিয়াতচক্রের সঙ্গে চুক্তিতে যেতে রাজি না হলে অপহরণের শিকার হচ্ছে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীরা। জালিয়াতির মূল পরিকল্পনাকারী এবং অর্থের জোগানদাতাদের শনাক্ত এবং গ্রেফতার করতে পারছে না পুলিশ।

ভর্তি পরীক্ষা

জামিনে বার পেয়ে যায় অপরাধীরা : গত ১২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সময় মোবাইল ফোনে জালিয়াতির আশ্রয় নেয়া ছাত্র নাশিম-উল-হক রিয়াদকে লালমাটিয়া মহিলা কলেজ কেন্দ্র থেকে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে কর্তৃপক্ষ। ১৯ অক্টোবর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের

পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ভার্সিটিতে জালিয়াতচক্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির অভিযোগে রূপম ইসলামসহ দুই ছাত্রকে আটক করা হয়। গত বছর গ ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে বোরহানউদ্দিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ থেকে মোবাইল ফোনে উত্তরসহ শহীদুল ইসলাম নামের এক পরীক্ষার্থীকে আটক করা হয়েছিল। ঐ বছরই ক ইউনিটের পরীক্ষা চলাকালে লালমাটিয়া কলেজ থেকে ঘড়িতে স্থাপিত একটি যন্ত্রসহ একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর ঘ ইউনিটে ভর্তির জন্য সাক্ষাৎকার দিতে আসা দুই ছাত্রকেও আটক করা হয়েছিল। সবগুলো ঘটনাতেই আটককৃত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রাথমিকভাবে পুলিশে সোপর্দ এবং বিভিন্ন থানায় মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু এ বছর আটক হওয়া ছাত্রিরা ছাড়া সবাই জামিনে মুক্ত। আর পরীক্ষাশেষে ঘটনাগুলোতে দায়েরকৃত মামলার খোঁজ-খবর রাখেন না কেউই। তদন্তেও অগ্রগতি হয় না। তাই ধরা- ছোঁয়ার বাইরে রয়ে যায় জালিয়াতচক্রের হোতারা।

এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর (ভারপ্রাপ্ত) ড. আমজাদ আলী বলেন, প্রচলিত আইনে জালিয়াতির অপরাধটি জামিনযোগ্য। এই সুযোগ নিয়েই অপরাধীরা বের হয়ে যায়। এ বছর জালিয়াতচক্র বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তাই গোয়েন্দা পুলিশের সহায়তায় অপরাধীদের দ্রুত শনাক্ত এবং গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এছাড়া অপরাধীদের যেন দীর্ঘমেয়াদি শাস্তি হয়, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও : গোয়েন্দা সংস্থার একাধিক কর্মকর্তা জানান, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতচক্রের হোতারা ভর্তিচ্ছুদের কাছে পৌঁছতে এবং তাদের এই অনৈতিক কাজে ব্যবহার করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের। ঢাকা এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতির সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে গত দুইদিনে গোয়েন্দা পুলিশ এগারোজনকে আটক করেছে। এর মধ্যে সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। গত রবিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর আশপাশে অভিযান চালিয়ে ছয়জনকে এবং গত শনিবার পাঁচজনকে আটক করে পুলিশ। রবিবার আটককৃতরা হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ও দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান সহকারী পরিদর্শক মফিজুর রহমান, ন্যাশনাল ব্যাংকের সাবেক কর্মকর্তা কফিল উদ্দীন মাহমুদ, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এআইইউবি'র সপ্তম সেমিস্টারের ছাত্র এবিএম রেফায়েত উল্লাহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র আব্দুল্লাহ আল মামুন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয়বর্ষের অমিতাভ চৌধুরী অমিত, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র মো. নুরুল হুদা ওরফে ডলার মাহমুদ। শনিবার আটককৃতরা হলো- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগের চতুর্থবর্ষের হাবিবুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লেভেল হোসেন, আজিজুল হক শিপির এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজ্জাদ ও ইশতিয়াক আহমেদ পরশ। ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষেও ভর্তি পরীক্ষার সময় পুলিশ ও র‍্যাবের সহায়তায় জালিয়াতচক্রের আটজনকে আটক করা হয়েছিল। কিন্তু কারও বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

বিশেষ ধরনের চীনা ঘড়ি : সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন এবং ইলেক্ট্রনিক রিসিভার নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। তাই ইলেক্ট্রনিক রিসিভার আছে এমন প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ঘড়ি চীন থেকে জালিয়াত চক্র আমদানি করেছে। ভর্তি পরীক্ষার জন্য শিক্ষার্থী হলে প্রবেশের আগে জালিয়াতির সাথে জড়িতরা চুক্তি হওয়া ছাত্র-ছাত্রীর সাথে যোগাযোগ করে একটি বিশেষ ঘড়ি দেয়। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর পরই পরীক্ষার হলে দায়িত্বপ্রাপ্ত একশ্রেণীর জালিয়াত কর্মকর্তা ও কর্মচারী ঐ শিক্ষার্থীর প্রশ্নপত্রের সেট কোড দেখে যায়। এরপর অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীর মোবাইলে এসএমএস-এ উত্তর পাঠিয়ে দেয়। ঐ এসএমএস দেখে শিক্ষার্থী পরীক্ষার প্রশ্নের বিপরীতে উত্তর দেয়।

ডিবির এক কর্মকর্তা জানান, গোয়েন্দা পুলিশ ইতিমধ্যে আটক জালিয়াতির সাথে যুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। গত শুক্রবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার সময় শুধু ঐ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে ই জালিয়াত চক্র এ বিশেষ ধরনের ১৩৯টি ঘড়ি ব্যবহার করা হয়েছে বলে তারা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছেন।

ডিবির উপ-কমিশনার তৌহিদুল ইসলাম জানান, গ্রেফতারকৃত মুন্সকের কর্মকর্তা মফিজ ২০০৯ সাল থেকে জালিয়াতির সাথে জড়িত বলে স্বীকার করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদে আরো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বেরিয়ে আসবে। এর ফলে হোতাদের শনাক্ত এবং গ্রেফতার করা সহজ হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি বন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। কিন্তু জালিয়াতি শতভাগ বন্ধ করা যায়নি। মোবাইল ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক রিসিভার নিয়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ নিষিদ্ধ হলেও দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষার্থীরা তা মানছেন না। এর ফলে এই ডিজিটাল জালিয়াতি পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। তবে আগামী ভর্তি পরীক্ষায় এ ব্যাপারে আরো কঠোর হতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, এ বছর জালিয়াত চক্রকে ধরতে গোয়েন্দা পুলিশ অনেক বেশি সক্রিয়। এর ফলে জালিয়াতি কমে যাবে বলে তিনি আশা করেন।